International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 77-83
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.77-83

বঙ্গমহিলাদের বিদেশযাত্রা: ঔপনিবেশিক *বাংলায় নারী আধুনিকতার বিশেষ এক মাধ্যম*

কথিকা রায়
কলেজ শিক্ষিকা, ইতিহাস বিভাগ, দেশবন্ধু গার্লস কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The travelogues by Bengali women in colonial period bore testimony to the openness of the mind of the women who came out of the four walls of their home and broke through the womanly barriers of the closed society. These travels gave them a much wider view of the world. Travelogues gave them a much wider view of the world. Travelogues reveal that women also developed a critical and comparative mind while exposed to different cultures and social orders as distinct from their own. The basic trend of early women's travelogues was merely to voice their own feelings and experiences but as literature can be claimed to be the mirror image of the society, these travelogues of the colonial period reveal a new set of realization, consciousness and social values emerging among women during this period. In case of foreign tours , Bengali bhadromohilas used to analyze and compare the situation of India and that of foreign lands. This became a medium of searching for a self-identity. This article therefore an attempt to explore an important field of modernization of women.

Key words : Travelogues, self identity, conciousness, Bhadromohilas

উনবিংশ শতক হল ঔপনিবেশিক ভারতে এমন এক আত্মসমীক্ষার অধ্যায়,যখন শাসক শ্রেণির ' উন্নত' সভ্যতার বার্তাকে ভারতীয়রা নিজ ঐতিহ্যের থেকে ভিন্ন, বিসদৃশ বলে উপলব্ধি করে। এই ভিন্নতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একটি গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতিকেই আশ্রয় করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে, অপর গোষ্ঠী প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিশেলের মধ্যে অনুসন্ধান করে স্বদেশের উন্নতির চাবিকাঠি। দ্বিতীয় এই গোষ্ঠী সংস্কারবাদীরূপে পরিচিত। এদের প্রয়াসে উনবিংশ শতক থেকে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার শুরু হয়। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা ক্রমে ঘরের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর কর্মজীবনে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করে। এরই একটি পরিবর্ধিত ক্ষেত্র ছিল ভ্রমণ, যেখানে প্রাথমিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধিনিষেধকে সঙ্গী করেই এবং পুরুষ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই মেয়েরা প্রথম চেনা ,সহজাত নিরাপদ পরিবেশ থেকে অচেনা ,বিপদসংকুল, ভিন্ন ভাষা,জাতি, ধর্ম অধ্যুষিত স্থানে যাতায়াত শুরু করে।উনবিংশ শতকে এজাতীয় ভ্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল তীর্থযাত্রা, স্বাস্থ্য উদ্ধার, আত্মীয়- পরিজনের সাক্ষাৎ লাভ ইত্যাদি। প্রারম্ভিক পর্বে এই দূরগমনের প্রক্রিয়া সামাজিক , সাংস্কৃতিক কারণ বশতঃ সীমিত থাকলেও পরিবহন ব্যাবস্থার উন্নতি,রেলপথের বিকাশ,পৃথক জেনানা কামরার বন্দোবস্ত ধীরে ধীরে স্বল্প ও দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তোলে। এই নতুন অভিজ্ঞতা তাদেরকে এমন এক মুক্তির স্বাদ

এনে দেয় যা গ্রন্থপাঠের দ্বারা অজানাকে জানার অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল ।তার মধ্যেও অধিকতর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় মেয়েদের বিদেশযাত্রার মাধ্যমে।একথা অনস্বীকার্য যে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ কতিপয় মহিলারাই লাভ করেছিলেন এবং এঁরা বেশিরভাগ ব্রাহ্ম পরিবারের অথবা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক প্রাপ্ত উদারবাদী পরিবারের সদস্য ছিলেন। তবু সমকালীন পর্বে ঔপনিবেশিক বাংলা থেকে যেসব বঙ্গনারীরা বিদেশে যান তাঁদের অনেকেই স্বল্প বা দীর্ঘসময় বিদেশে বসবাসের সুবাদে নিজেদের মনন , চিন্তন তথা বাস্তব অবস্থান ও পরিচিতিকে অনুসন্ধানেও তৎপর ছিলেন। বিংশ শতকে বঙ্গনারীর বিদেশযাত্রার প্রক্রিয়াটি আরও গতিশীলতা লাভ করে যেখানে পূর্বের তুলনায় মহিলারা স্বাধীন ভাবে জীবনের পেশাদারিত্বের প্রয়োজনে ও স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্যও বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রে ১৯০০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বাংলা থেকে বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক, ব্যাক্তিগত এমনকি পেশাগত কারণে ভ্রমণরত ও বাসরত মহিলাদের জীবনচর্চা, চিন্তাচেতনার বিভিন্ন আঙ্গিক, দেশজ ও বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে ভাবগত ও বস্তুগত আদানপ্রদানের মাধ্যমে তাদের পরিচিতি গঠনের প্রয়াসকে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ দ্বারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

আলোচ্য পর্বে নারীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা পাওয়া গেলেও এক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উপাদান একেবারে কম। ইউরোপের থেকে সমকালীন ভারতে আগত ব্যক্তিবিশেষ এর অভিজ্ঞতা ও তার সঙ্কলনের সংখ্যা বেশি হলেও ভারতীয়দের বিশেষত মহিলাদের নিয়ে এ জাতীয় বিশ্লেষণের সংখ্যা আরো কম।এছাড়া ভ্রমনকথা নিয়ে সঙ্কলিত গ্রন্থ পাওয়া গেলেও সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি এই গমনাগমন ও নারীদের প্রবাসীজীবনকে প্রভাবিত করেছিল সেগুলির ব্যাখ্যাও সেভাবে পাওয়া যায় না।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলায় সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিশেষ ভাবে নারী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এগুলিকে কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত , সার্বিকভাবে দেশীয় ভ্রমণকাহিনী সমূহ। বিংশ শতকে বাংলায় পুরুষদের বিবিধ ভ্রমনকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে দাউদ আলি সম্পাদিত গ্রন্থ " Invoking the past: the uses of history in South Asia" তে কুমকুম চ্যাটার্জীর "Discovering India: Travel, History and Identity in late Nineteenth and early Twentieth century India" প্রবন্ধে সমকালীন বাঙালী ভদ্রলোকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভোলানাথ চন্দের "Travels of a Hindoo", ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের কথা", শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলির "উত্তর ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন", ধরণী লাহিড়ীর "ভারত ভ্রমণ", সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ", সত্যেন্দ্রকুমার বসুর "ভারত ভ্রমণ", নবীনচন্দ্র সেনের "প্রবাসের পত্র", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বোম্বাই ভ্রমণ", জলধর সেনের "প্রবাসচিত্র", "হিমালয়", মহেন্দ্রনাথ দত্তের "বদ্রীনারায়নের পথে", শংকু মহারাজের "হিমালয় যাত্রা", শরৎচন্দ্র বসুর "তিব্বত ভ্রমণ" ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তবে এগুলিই সমস্তই হল পুরুষ যাত্রীদের অভিজ্ঞতা সমূহ, যেখানে নারীদের কোন উল্লেখ নেই। দাউদ আলির গ্রন্থে একমাত্র নারী হিসেবে প্রসন্নময়ী দেবীর "আর্যাবর্ত" ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে।

সমকালীন পর্বের নারীদের নিয়ে বহু লেখনীর উপস্থিতি দেখা যায়। একদিকে জেরাল্ডীন ফোর্বস তাঁর "Women in modern India" , ও " Women in colonial India" তে মেয়েদের পশ্চাদপদ অবস্থান থেকে ক্রমশ শিক্ষা অর্জন,রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ, নিজ অধিকারের সপক্ষে সংগঠন তৈরী সর্বোপরি

জাতীয় কংগ্রেসের মূল স্রোতে যোগদানের প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে মেরেডিথ বর্থউইক তাঁর "The changing role of women in Bengal" এ বঙ্গমহিলাদের আধুনিকতার ক্রমবিকাশের স্তর হিসেবে তাদের শিক্ষা, দাম্পত্য জীবন, ভ্রমণ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।এখানে নারীদের বিদেশযাত্রার প্রসঙ্গ উঠে এলেও প্রবাসী জীবন বা তার উপলব্ধির কোন দিক চর্চিত হয়নি।মালবিকা কারলেকার তাঁর "Voices from Within " এ মেয়েদের আত্মকথন নিয়ে আলোচনা করেছেন যা সমকালীন প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করলেও সামগ্রিক কোন ভ্রমণ বা বিদেশযাত্রার আলোচনা নয়। চিত্রা দেব তাঁর " অন্তঃপুরের আত্মকথা", "ঠাকুর বাড়ীর অন্দরমহল" এ মূলত ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসকল রচনায় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পেলেও সামগ্রিকভাবে প্রবাসী জীবন ও তার বিশ্লেষণ উপজীব্য বিষয় হয়নি।গোলাম মুরশিদের " Reluctant Debutant: Response of Bengali Women to Modernization" গ্রন্থে রাসসুন্দরী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, বেগম রোকেয়ার মতন বঙ্গরমণীদের আধুনিকতার প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংল্যান্ড যাত্রা ছাড়া অন্য কোন ভ্রমণ বা বিদেশযাত্রার কথা এখানে বলা হয়নি। ডগমার এঙ্গেলসের "Beyond Purdah: Women in Bengal 1890-1939" গ্রন্থে নারী শিক্ষা ,প্রগতির নানা দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর "অন্দরে-অন্তরে" গ্রন্থে নারীজীবনের অন্তঃপুরের জীবন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয়, বিদেশী রাষ্ট্র শক্তি তথা নারীপুরুষ সম্পর্কের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্য দিয়ে লিঙ্গভিত্তিক ইতিহাসচর্চাকে এক নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন কুমকুম সাংহারি ও সুদেশ বৈদ তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থ "Recasting Women: Essays in Colonial History"-তে। তনিকা রায়, ভারতী রায়ের মতো আধুনিক গবেষিকারা নারীশিক্ষা, নারীর আত্মকথনের মাধ্যমে ভারতীয় নারীর বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এগুলিতে ভ্রমণের উপর ভিত্তি করে নারীদের আত্মপ্রকাশের ভূমিকা নির্ণয়ের প্রয়াস সেভাবে দেখা যায় না। নারীভ্রমণ নিয়ে অধিকাংশ রচনাই মূলত বিদেশী মহিলাদের ভ্রমণকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। সিয়াদোনি স্মিথের " Moving Lives: 20th century Women's Travel Writing" সমকালীন বিদেশের ভ্রমণকারী মহিলাদের ভ্রমণ কাহিনীর এক বিশেষ সংকলন। ইন্দিরা ঘোষের " Memsahibs Abroad" বিদেশ থেকে ভারতে আগত মেমসাহেবদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক রচনা। সীমন্তি সেন তাঁর " Travels to Europe" এ স্পষ্টভাবে বলেছেন একমাত্র কৃষ্ণ ভাবিনী দাস ছাড়া অপর কোন মহিলার বিদেশের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই। অভিজিত সেন সম্পাদিত " পথের কথা" তে উনবিংশ – বিংশ শতকের বহু মহিলার ভ্রমণকাহিনী সঙ্কলিত হয়েছে মাত্র , যা প্রবাসী জীবনের প্রতিফলন বা তার বিশ্লেষণ হয়নি। এই সকল রচনাগুলির মধ্যে মহিলাদের প্রবাসজীবন, বিদেশযাত্রা ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও এই সকলের নেপথ্যে থাকা সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং তার ফলে মহিলাদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল সে বিষয়ে সার্বিক কোন আলোচনা নেই।তাই এই শূন্যতা পূরণের জন্য এইরূপ বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা হল আমার মূল লক্ষ্য।

বিংশ শতকে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে জনজীবনে মেয়েদের চলাচল অবাধ হতে থাকে। এসময় তারা কেবলমাত্র "গৃহলক্ষ্মী" বা প্রকৃত সহধর্মিণীর তকমাতে আবদ্ধ থাকল না, পুরুষদের ন্যায় তারাও নিজেদের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে আগ্রহী হয়। এযাবৎ পুরুষোচিত পেশাগুলি যেমন চিকিৎসক , রাজনীতিবিদ, ইউনিয়ন নেতা, দলীয় নেতা,উচ্চশিক্ষার গবেষণা ইত্যাদি কাজেও লিপ্ত হয়।ফলে বিদেশযাত্রা তাদের কাছে আর নিছক ভ্রমণের সীমিত বিনোদন মূলক পরিধিতে সঙ্কুচিত থাকল না, বরং সাময়িক পারিবারিক আনন্দ লাভের সীমা ছাড়িয়ে তারা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিতে থাকে। শিক্ষালাভ,

চারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ, রাজনৈতিক প্রচার, মানবকল্যান মূলক কর্মসূচী ইত্যাদির জন্য তারা বিদেশে গমন করতে থাকে।উনবিংশ শতকে কৃষ্ণ ভাবিনী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিদেশ যাত্রা ও প্রবাসী জীবনের পথে অগ্রণী ভূমিকা নেন। পরবর্তীকালে সুনীতি দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, দুর্গাবতী ঘোষ, অবলা বসু, বীণা মজুমদার, সরোজ নলিনী দত্ত, হরিপ্রভা তাকেদা, সুষমা দেবী, কনক মুখোপাধ্যায়, ডঃ মৈত্রেয়ী বসু, হেমলতা সরকার , রাজকুমারী দাস, তটিনী দাস, অমলা নন্দী, শান্তা দেবী, রানি ঘোষ, চারুশীলা দেবী, গৌরী ধর্মপাল প্রমুখ হলেন এই পথের পথিকৃৎ।

কৃষ্ণভাবিনী দেবী ইংল্যান্ডে যান।তিনি সেখানে প্রায় ছয়মাস ছিলেন ও প্রবাসী জীবনযাপন করেন।তিনি ব্রিটিশ জনগণ ও সংস্কৃতির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। বিশেষত ইংল্যান্ডে মেয়েদের স্বাধীন জীবনধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দেশে ফিরে এসে তিনি বাঙালি পাঠকদের কাছে নারী অধিকার এবং নারীবাদ সম্পর্কে বিদেশের অভিজ্ঞতাকে নিজের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন । ইংল্যান্ডের নারী স্বাধীনতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বদেশে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন , এমনকি বিধবা নারীদের স্বনির্ভর করে তলার জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। বিলেতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজ জাতির স্বার্থকে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের পিছনে চালিকাশক্তি বলে উপলব্ধি করেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও সমান পরিশ্রম, কার্যক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন। শুধু সাংসারিক কর্তব্য পালনই নয় বরং স্কুলে শিক্ষাপ্রদান, পুস্তক ও সংবাদপত্র রচনা, সভায় ভাষণ প্রদান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের পুরুষদের সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। [১]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইংল্যান্ডে প্রবাসী জীবনযাপনকালে সেখানকার নারীদের অবাধ চলাফেরা, নারীপুরুষ স্বাধীন মেলামেশার উন্মুক্ত বাতাবরণ প্রত্যক্ষ করে ভারতে ফেরার পর ঠাকুরবাড়িতে মেয়েদের নানাপ্রকার সাহিত্যরচনা, পুরুষ সহযোগীদের সাথে একত্রে বিবিধ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপর উৎসাহ দেন। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীও ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর পাশ্চাত্য ধাঁচের নারীবিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে প্রবাসী জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করেন, যার অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ।[২]

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানের চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানকে তিনি ভারতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও রোগমুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। এছাড়া ইংল্যান্ডের মেয়েদের স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভ ও কর্মসংস্থানের মানসিকতা তাঁকেও প্রভাবিত করে।তিনি ভারতে ফিরে নিজেকে সেই স্বাধীন মানসিকতার আলোকে স্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

দুর্গাবতী ঘোষ তাঁর ইংল্যান্ড ভ্রমণকালে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী, যাতায়াতের পথে সড়ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করেছেন , সেটি তার কাছে অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে মনে হয়েছে। লন্ডনের জনবহুল পথে মানুষের ভিড় থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা দেখেননি। লন্ডনের অপর একটি দিক তাকে আকর্ষণ করে সেটি হল সেখানকার পথের ভিক্ষুরাও শুধু খালি হাতে পয়সা চায় না, বরং যেকোনো প্রকার বিনোদন বা শিল্প প্রদর্শনের বিনিময়ে তারা পয়সা নেন।[৩]

সরোজনলিনী দত্ত ইংল্যান্ড ও জাপানে দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগ পান, সেখানে থেকে তিনি পাশ্চাত্য ধরনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, বিজ্ঞান শাস্ত্র, জাপানি নারীদের মধ্যে শিক্ষার উচ্চ হার, সন্তানকে বাল্যকাল থেকে শৃঙ্খলা ও কর্মনিপুণ করে তোলার মানসিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এখানকার মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পাঠ্যপুস্তক পরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে-কলমে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দান করা হয়। সরোজনলিনী অনুভব করেছেন যে এতে মেয়েদের চরিত্রের উন্নতি হয়। তাই তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও

চরিত্রের নম্রতা বজায় থাকে।এছাড়া লেখাপড়ার সাথে সাথে মেয়েরা ফুটবল, ভলিবল খেলাতেও পারদর্শী। এসকল প্রত্যক্ষ করে তিনি বাংলার শিক্ষা ব্যাবস্থা সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন।তিনি উপলব্ধি করেছেন যে শুধু অর্থ উপার্জনই নয় বরং জ্ঞান অর্জনও হল জাপানি শিক্ষার বিশেষ দিক। দেশে ফিরে এসে তিনি বঙ্গমহিলাদের নিয়ে তেমনই এক সংগঠন গড়ে তোলেন যেখানে মেয়েদের আত্মনির্ভর করে তোলার যাবতীয় চেষ্টা তিনি করেন।[৪]

হরিপ্রভা তাকেদা জাপানে বসবাসকালে সেখানকার বাড়িঘর, মানুষের সাজসজ্জা , খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তিনি জাপানের শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন ফারাক দেখেননি। জাপানিদের ঘর তিনি অতি পরিচ্ছন্ন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে দ্রব্যের আতিশয্য না থাকলেও ক্ষুদ্র বৃক্ষ, চিত্র দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস দেখেছেন।হরিপ্রভা তাকেদা জাপানে বসবাস কালে সেখানকার যুবশক্তির পরিশ্রমী, সততা, স্বদেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত দেখেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের হয়ে বেতারে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নেন। জাপানে মেয়েদের স্কুলে তিনি প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। জাপানে নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষ প্রায় বিরল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এদেশে একুশ বছর বয়সী সকল পুরুষকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সকলেই একত্রে কাজ করেন, তাদের মধ্যে কোন বিলাসিতা নেই।জাপানিরা শান্তিপ্রিয়, রুচিসম্মত বলে যেভাবে খ্যাত, তার পরিচয় তিনি তাদের কথাবার্তা, ব্যবহারে লক্ষ্য করেছেন।[৫]

বিলেতে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। তার সাথে স্ত্রী অবলা বসু ইংল্যান্ড ,আমেরিকা, জাপানে দীর্ঘদিন প্রবাসী জীবন কাটান, তিনি এইসকল দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী স্পৃহা ও সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক মননের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, স্বদেশে ফিরে তিনি ভারতীয়দের সার্বিক উন্নতির জন্য একদিকে নারীশিক্ষা ও অন্যদিকে সক্রিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন।বিলেতে জাহাজে চড়ে অবলা বসু ইংরেজদের কর্মকুশলতা, শৃঙ্খলার পরিচয় পান। ইংরেজ জাতির কাজের মধ্যে যেমন একাগ্রতা তেমনি খেলাধুলার মধ্যেও একাগ্রতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। সে দেশের স্টেশনে ভারতের মতন কোন হট্টগোল নেই, বরং নীরবে যন্ত্রের ন্যায় সকল কাজ হয়ে চলেছে। বিদেশে ভ্রমণ নারীদের চোখে শুধুমাত্র যে ইতিবাচক রূপে ধরে পরেছে তা নয়, বরং সেখানকার নেতিবাচকতা ও সমানভাবে তাদের বিচলিত করেছে। অবলা বসু বলেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে যেসকল ধর্মপ্রচারক ভারতে আসেন তারা এদেশে থাকাকালীন মিত্রতা ও লোকহিতের দ্বারা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্বদেশে ফিরে তারাই আবার ভারতীয়দের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করেন।[৬]

রানী ঘোষ, রাজকুমারী দাস, তটিনী দাস প্রমুখ ইংল্যান্ডে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যাত্রা করেন, সেখানে সাময়িক ভাবে প্রবাসী জীবনযাপন করেন ও স্বদেশে ফিরে এসে পাশ্চাত্যের উন্নত শিক্ষার ধারাকে ভিত্তি করে এখানকার নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠ্যসূচী গঠন, শৃঙ্খলা রক্ষা, আধুনিক মানের সাংগঠনিক পরিচালনার কাজে ব্যবহার করেন। তবে উচ্চশিক্ষার লাভের এই প্রক্রিয়া সকলের ক্ষেত্রে সমান ছিল না, যেমন গৌরী ধর্মপাল লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তীব্র জাতিবৈষম্যের শিকার হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এই বিজাতীয় অবমাননাকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। পুনরায় কোন গবেষণার পথে অগ্রসর না হয়েও তিনি নিজের প্রয়াসে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষা রূপে যোগ দেন। এভাবে দেখা যায় বহু বঙ্গমহিলারাই এসময় বিদেশযাত্রা ও প্রবাসী জীবনযাপন করেছেন ও পুনরায় স্বদেশে

ফিরে এসে সেই শিক্ষা, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতাকে স্বদেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

আলোচ্য পরিসরে নারীর ভ্রমণ ভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও আত্মকথনের দ্বারা সমসাময়িক নারী মনের এক অনালোকিত দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিবরণগুলিতে কখনো বঙ্গনারীর গৃহ গণ্ডি থেকে মুক্তির আনন্দ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অপরিচিত জগত থেকে গৃহীত অভিজ্ঞতা তাদের মননের বিকাশেও সাহায্য করে। ঔপনিবেশিক পটভূমিতে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, পরাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে তাদের উপস্থিতি সর্বোপরি নারী পুরুষের সম্পর্ক, নারী স্বাধীনতার বহুমাত্রিক দিক এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে এই ভ্রমণ উপলব্ধির মাধ্যমে। নারীরা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে। বিদেশের পরিস্থিতিকে স্বদেশের সাথে তুলনা করে তারা নিজ দেশের পশচাদপদতাকে গভীরভাবে অনুভব করে। যদিও এইপ্রকার ভ্রমণগুলিতে মেয়েরা বেশিরভাগ সময়ে পুরুষ সঙ্গীদের সাথে যাত্রা করেন কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণের চেতনাটি ছিল একান্তই নিজস্ব। নারীদের আত্ম পরিচয় সরিসটির ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ, পেশা গ্রহণ, রাজনীতিতে যোগদান প্রভৃতি যেমন সহায়ক ছিল , তেমনই ভ্রমনযাত্রাও ছিল এক অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পর্দানশীন বঙ্গমহিলারা বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, প্রয়োজনভিত্তিক বুদ্ধিমত্তা, স্বাবলম্বিতা, এমনকি চিরাচরিত জাতি, ধর্ম, বর্ণের গণ্ডি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর মানবিক সত্ত্বায় উত্তরণে সহায়ক ছিল এই ভ্রমনযাত্রা।

তথ্যসূত্র:

প্রাথমিক উপাদান

১.কৃষ্ণভাবিনী দাস, " ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা", সীমন্তি সেন সম্পা ,কলকাতা,১৯৯৬
২ .সুনীতি দেবী, " Autobiography of an Indian Princess", কলকাতা, ২০১৮
৩. দূর্গাবতি ঘোষ, " পশ্চিম যাত্রিকি" , সোমদত্তা মণ্ডল অনুবাদকৃত , নিউ দিল্লি, ২০১০
৪. সরোজ নলিনী দত্ত, " জাপানে বঙ্গনারী", সীমন্তি সেন সম্পা ,কলকাতা , ১৯৯৬
৫.হরিপ্রভা তাকেদা, " বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা ও অন্যান্য রচনা", ১৯১৫
৬.দময়ন্তি দাশগুপ্ত সম্পাদিত , " অবলা বসুর ভ্রমণকথা" , কলকাতা, ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Geraldine Forbes, "Women in modern India", Cambridge university press, 2008
২. Meredith Borthwick, "The changing role of women in Bengal, 1894-1905", Princeton, 1984
৩.Malavika Karlekar, "Voices from within", Kolkata, 1990
৪. Indira Ghosh, "Memsahibs abroad : writing by women travellers in 19th century India", Delhi, 1993
৫.Ghulam Murshid, "Reluctant Debutant: Response of Bengali women to Modernization", Rajshahi,1983'

৬. চিত্রা দেব, " অন্তঃপুরের আত্মকথা", কলকাতা, ১৯৯০
৭.চিত্রা দেব,"ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল",কলকাতা,২০০০
৮. Somdatta Mondal, "Westward Travelers", New Delhi,2010
৯. Daud Ali, " Invoking the Past : the uses of history in south asia ",Oxford, 1999
১০.Tanika Sarkar, " Hindu Wife Hindu Nation", New Delhi, 2003
১১. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid ed. " Recasting Women: Essays in colonial history ", New Delhi, 1989
১২.Bharati Ray ed. "From the Seams of History : Essays on Indian Women ", Oxford university press, New Delhi, 1995
১৩. Geraldine Forbes, Tapan Raychaudhuri ed. " The Memoirs of Dr. Haimabati Sen : from child widow to lady doctor", Roli books, 2000
১৪. Dagmar Engles, "Beyond Purdah ? Women in Bengal 1890-1939", New Delhi, 1996
১৫. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, " অন্দরে- অন্তরে , উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা", কলকাতা, ১৯৮৪
১৬.প্রত্যুষ কুমার রীত সম্পাদিত, " ঠাকুরবাড়ির সুষমা , নারীপ্রগতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ", দেজ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৫৮
১৭.চিত্রা দেব, "মহিলা ডাক্তার ঃ ভিনগ্রহের বাসিন্দা" ,আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭
১৮. Simonti Sen, "Travels to Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives", Delhi, 2005
১৯. Sidonie Smith , " Moving Lives: Twentieth century Women's Travel Writing ", University of Minnesota Press, 2001
১২. প্রসন্নময়ী দেবী, " আর্যাবর্তঃ জনৈক বঙ্গমহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত" কলকাতা, ১৮৮৯
২০.ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী , "পুরাতনী", কলকাতা, ১৯৫৭
২১.যদুনাথ সর্বাধিকারী, " তীর্থ ভ্রমণ", কলকাতা, ১৯১৫
২২.সুরেন্দ্রনাথ রায়, " উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ ", কলকাতা, ১৯০৭
২৩.ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "পথের কথা", কলকাতা, ১৯১১
২৪. নবীনচন্দ্র সেন , " প্রবাসের পত্র", কলকাতা, ১৯১৫
২৫. Bholanath Chunder, " Travels of a Hindoo", London, 1869

স্মারকগ্রন্থ:

১. In the Footsteps of Chandramukhi, 125 years of Bethune College, Calcutta, 2004